ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৬

"পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন:
এখনই সময় নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে কার্যকর পদক্ষেপের"

ধারণাপত্র

পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে এবং পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা কাটিয়ে দ্রুত সবুজ রূপান্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অন্য দেশের জন্য অনুকরণীয় হিসেবে আজারবাইজানের বাকু শহরকে ২০২৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আয়োজক নির্বাচন করা হয়েছে। এবারের পরিবেশ দিবসে 'জলবায়ু পরিবর্তন'কে মূল প্রতিপাদ্য করা হয়ছে। 'এখনই জলবায়ু পদক্ষেপের সময়' (Now For Climate) স্লোগানকে সামনে রেখে জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং অভিযোজনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জলবায়ু অভিঘাত এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বৈশ্বিক সংকটের প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জলবায়ু সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অত্যাধিক জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে কার্বন নিঃসরণ, পরিবেশ দূষণ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এর সমাধানের মূল চাবিকাঠি হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর। বিজ্ঞান বলছে পরিবেশ বিপর্যয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ বর্তমান নির্গমন হারের অর্ধেকে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। এটি অর্জন করতে হলে আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত হ্রাস করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন, সহজলভ্য, সাশ্রয়ী এবং টেকসই জ্বালানির উৎস যেমন সৌর, বায়ু ও পানি থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু, আইনের ঘাটতি, বিদ্যমান আইনের সীমিত প্রয়োগ এবং পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ অবকাঠামোর অভাব নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুত রূপান্তরসহ বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ খাতগুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে জনসচেতনার ঘাটতিও বিদ্যমান।

নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরে চ্যালেঞ্জ: জলবায়ু অভিযোজনের একটি কার্যকর উপায় হলো জ্বালানি খাত থেকে কার্বন নির্গমন দ্রুত হ্রাস করা। জীবাশ্মভিত্তিক উৎস থেকে দ্রুত নবায়নযোগ্য উৎসে স্থানান্তর এটির অন্যতম মাধ্যম। বিশ্বব্যাপী মোট উৎপাদিত বিদ্যুতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান ৩০ শতাংশের বেশি হলেও[১] বাংলাদেশে তা দীর্ঘ দিন ধরে ৫ শতাংশেরও কম। বর্তমানে যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী জীবাশ্ম জালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সংকট বিরাজ করছে। বাংলাদেশ বছরে ১২ বিলিয়ন ডলার জীবাশ্ম জালানি আমদানিতে খরচ করলেও সরবরাহ ব্যবস্থায় সংকটের কারণে আরও ২.২ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত খরচ করতে হবে।[২] এই সংকট বাংলাদেশের মতো জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভর দেশগুলোর নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের এক অনন্য সুযোগ তৈরি করেছে। তবে বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও এই খাত সংশ্লিষ্ট ব্যবসার প্রসারে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশে কোনো আধুনিক ও যুগোপযোগী সমন্বিত জ্বালানি নীতি নেই। ১৯৯৬ সালে প্রথম জাতীয় জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করা হলেও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এটি কার্যকরতা হারিয়েছে। একটি কার্যকর নীতির অভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত অপরিকল্পিতভাবে ব্যয়বহুল ও আমদানিনির্ভর হয়ে উঠেছে।

২০২৫ সালে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা প্রণয়ন করলেও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে একটি সময়োপযোগী ও সমন্বিত জ্বালানি নীতি না থাকার চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন। চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো জীবাশ্ম থেকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্থানান্তরে সরকারের নীতি স্পষ্ট নয়। বিশেষ করে, সমন্বিত জ্বালানি নীতি না থাকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও এর উৎপাদনে সরকারের গুরুত্ব স্পষ্ট নয়। এই সুযোগে দেশের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা, এই সংক্রান্ত নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবাশ্ম জ্বালানি লবিস্ট ও প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অনৈতিক প্রভাব বিস্তার অব্যাহত থাকার ঝুঁকি রয়েছে যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। একদিকে জ্বালানি মহাপরিকল্পনা জীবাশ্ম জ্বলানিনির্ভর রাখা হয়েছে এবং উৎপাদকদের জন্য প্রণোদনাও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে ২০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য কর আরোপ এবং ভর্তুকি ও প্রণোদনার অভাব ব্যবসায়ীদের এই খাত থেকে বিনিয়োগ বিমুখ রেখেছে। সৌর প্যানেলের মেয়াদ শেষে নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনো বিধিমালা নেই। ফলে সোলার থেকে উদ্ভুত ই-বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা হবে তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই। এই খাতের প্রসারের জন্য অঞ্চলিক সহযোগীতার ঘাটতির

[১] অ্যম্বার, ৭ মে ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://ember-energy.org/latest-updates/world-passes-30-renewable-electricity-milestone/
[২] দি ডেইলি স্টার, ১০ মে ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/business/economy/news/renewable-delays-push-bangladesh-energy-trap-experts-4171641?fbclid=IwdGRjcARui3JleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEe5WBmeuam8RsCRGLG2pxKdsHFD9_PFt9YgyOiFYKmcX0GD_c3HSu8RHOIHZY_aem_MqCQjCWnV3L4V13MPljlxw

পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের সক্ষমতাও তৈরি হয়নি।[৩, ৪] বাস্তবায়িত নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রকল্পে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতিসহ বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতি বিরাজমান।[৫]

পরিবেশ সংরক্ষণে আইনি ঘাটতি: বাংলাদেশে সরকার বিগত দশকগুলোতে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে গুরুত্বারোপ করলেও জলবায়ু অভিযোজনের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে পর্যাপ্ত গুরুত্বরোপ করেনি। ২০২৪ সালের পরিবেশ সুরক্ষায় দক্ষতা-সংক্রান্ত ইন্ডেক্সে বাংলাদেশ ১০০ তে মাত্র ২৮.১ নম্বর পেয়ে বিশ্বের ১৮০ দেশের মধ্যে ১৭৫তম হয়েছে।[৬] পরিবেশ সংরক্ষণে আইন থাকলেও পরিবেশকেন্দ্রিক অপরাধ সংঘঠিত হয়েই চলেছে। নদী, খাল ও জলাভূমি দখল, নদ-নদীতে অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধ হয়নি। প্লাস্টিক, পলিথিন এবং শিল্প-কারখানার বর্জ্য থেকে মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ অব্যাহত রয়েছে। বনভূমি দখল ও উজাড়, পাহাড় কর্তন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অবৈধ আহরণ চলছেই। আইনের দূর্বলতার পাশাপাশি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবেশসংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ সীমিত।

বিশেষ করে, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণে বা জনস্বার্থে ভুক্তভোগী ও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরাসরি পরিবেশ আদালতে মামলা করার সুযোগ নেই। মামলা করতে হলে প্রথমে পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ করতে হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ দূষণ ও অপরাধসংক্রান্ত মামলা করা যায় যা সংক্ষুব্ধ নাগরিক কর্তৃক সরাসরি মামলা করার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এই আইনী সীমাবদ্ধতার কারণে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ২০০৩ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করা দুইটি পরিবেশ আদালতে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় মাত্র ৫৯২টি মামলা হয়েছে যা এই সময়ে সংঘটিত আপরাধ ও অনিয়মের তুলনায় নগণ্য। অন্যদিকে, প্রতিটি জেলায় পরিবেশ আদালতের কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তা স্থাপিত হয়নি।[৭]

পরিবেশ দূষণসহ পরিবেশ সংক্রান্ত বিবিধ অনিয়ম বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর নিজে মামলা করে এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে। তবে এসকল মামলার রায়ে অধিকাংশ অসামিকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। অব্যাহত পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধ, দূষণ ও ক্ষয়-ক্ষতির প্রেক্ষিতে আসামিদের আর্থিক জরিমানার কার্যকরতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কার্যত, সংক্ষুব্ধ নাগরিকদের আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির সুযোগ না থাকায় দূষণের ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং দূষণজনিত মৃত্যু বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু বায়ু দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লাখের অধিক মানুষের মৃত্যু হয়।[৮] বিভিন্ন উদ্যোগের পরও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে শালবন উজাড় হচ্ছে।[৯] অন্যদিকে, জলাভূমি দখল, দূষণ ও বন উজাড়ের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদকেন্দ্রিক অভিযোজনের সুযোগ হ্রাস পাচ্ছে। সার্বিকভাবে, পরিবেশের ক্ষতির কারণে একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জলবায়ু অভিযোজন ও টিকে থাকার ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাবে ল্যান্ডফিল ও ময়লার ভাগাড়গুলো মিথেনসহ গ্রিণহাউস গ্যাস নির্গমনের একটি অন্যতম উৎস হয়ে উঠছে। ইউএনএফসিসিসিতে বাংলাদেশের দাখিলকৃত তিনটি প্রতিবেদনে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অনুমিত অবদান (এনডিসি)- এর অন্তর্ভুক্ত বর্জ্য খাতের কর্মপরিকল্পনায় প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জোর দেওয়া হলেও বর্জ্য পৃথকীকরণ ও হ্রাসকরণে নাগরিকদের আচরণগত পরিবর্তন সংক্রান্ত পদক্ষেপের বিষয়গুলো উপেক্ষিত থেকেছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় মাঠপর্যায়ের বাস্তবতাও প্রতিফলিত হয় না। স্বচ্ছতার ও জবাবদিহির ঘাটতির কারণে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্পগুলো টেকসই হয়নি। নাগরিকদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলো সক্ষমতা ও সমন্বয়ের ঘাটতিও বিদ্যমান। অকার্যকর পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সাথে দূর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা মিলেমিশে নগরাঞ্চলে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে জনসচেতনতার ঘাটতি: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে বিবিধ কার্যক্রমের আয়োজন করলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তর, পরিবেশ সংরক্ষণ, ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা, সুশাসনের ঘাটতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনার অভাব রয়েছে। বিশেষ করে, আইন থাকলেও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতে বিবিধ শ্রেণী-পেশার নাগরিকের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত

---

[৩] বণিক বার্তা, ১৭ মে ২০২৬, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সম্প্রসারণে সমন্বিত নীতিমালা জরুরি, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bonikbarta.com/editorial/e3fO2CBPGgwOaVC4

[৪] বাংলাদেশে প্রতিদিন, 'নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বড় বাধা যন্ত্রপাতি আমদানিতে ৫০-৬০ শতাংশ শুল্ক' ১৪ এপ্রিল ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: https://www.bd-pratidin.com/national/2026/04/13/1238344

[৫] দি ক্লাইমেট ওয়াচ, দুর্নীতির কারণে বান্দরবানের সৌর পানি প্রকল্প ব্যর্থ, ৯ মে ২০২৬ https://theclimatewatch.com/solar-water-project-in-bandarban-fails-amid-corruption-allegations/?fbclid=IwY2xjawR5CpBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5OUxHclVKY1J1aFFKT3Q2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHkhHS85gKK7o7crs7akPMfI7Dcl_5DnUwAX2zbI_2C5FfMrMeCNlAScudmk6_aem_QCLvvhoog5pgcF_gMTgQtw

[৬] ইনভায়রনমেন্টাল পারফর্মেন্স ইন্ডেক্স ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://epi.yale.edu/measure/2024/EPI

[৭] ঢাকা পোষ্ট, আইন রয়েছে, তবুও 'প্যাচের' কারণে মামলা হয় না যেই আদালতে, ১৪ মে ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: https://www.dhakapost.com/law-courts/452202

[৮] দি ডেইলি স্টার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৪, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/environment/pollution/air-pollution/news/air-pollution-kills-102456-bangladeshis-every-year-3802181

[৯] দি ডেইলি স্টার, মধুপুর শালবন পুনরুদ্ধারে অভিনব উদ্যোগ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বিস্তারিত দেখুন: https://bangla.thedailystar.net/opinion/news-3900746

চাহিদা তৈরি হয়নি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে নীতিগতভাবে গুরুত্বারোপ না করার পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণসংক্রান্ত আইনের কার্যকর প্রয়োগ করা হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে, টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরছে;

১. জ্বীবাশ্মভিত্তিক উৎস থেকে দ্রুত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে স্থানান্তরের জন্য একটি সময়োপযোগী ও সমন্বিত জ্বালানি নীতি প্রণয়ন করতে হবে

২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এই খাতসংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিতে শুল্ক, ভ্যাট ও অন্যান্য কর হ্রাস করতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের উদ্বুদ্ধ করতে ভর্তুকি ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে

৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে

৪. কার্যকর জলবায়ু প্রশমনের জন্য বৈদ্যুতিক যানবাহন ও সোলার প্যানেল ব্যাটারিসহ বিবিধ যন্ত্রাংশকে 'ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১' এর আওতায় বর্জ্যর শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

৫. পরিবেশ আদালত আইন ২০১০ সংশোধন করতে হবে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বা জনস্বার্থে ভুক্তভোগী ও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করার সুযোগ তৈরি করতে হবে

৬. পরিবেশ বিষয়ক সংঘঠিত অপরাধ বন্ধে বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

৭. পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলা সংক্রান্ত আইন, নীতি ও পরিকল্পনায় জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর অভিযোজন ও টিকে থাকার ক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বারোপ করতে হবে

৮. জলাভূমি দখল ও বন উজাড় বন্ধের মাধ্যমে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক সম্পদকেন্দ্রিক অভিযোজনের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে

৯. প্লাস্টিক দূষণসহ অকার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হবে

১০. দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ই-বর্জ্য কীভাবে ব্যবস্থাপনা করা হবে তার নির্দেশনা সম্বলিত একটি *'দুর্যোগকালীন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রটোকল'* প্রস্তুত করতে হবে

১১. পরিবেশ সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতিসহ বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে

১২. জ্বালানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এই খাতগুলোতে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্তপূর্বক দোষীদের আইনের আওতায় আনতে হবে।

*****